করোনা মহামারীর যুদ্ধ জয় করতে মাস্ক ব্যবহারের বিকল্প নেই-গোলাম রসুল

করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ ও সাবান বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলার যাদবপুর মোড় থেকে শুরু করে রাজাপুর, রাধাকান্তপুর, শালিকা, বাড়িবাঁকা ও গোভীপুর এলাকায় স্থানীয় ও পথচারী বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মাঝে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ ও সাবান বিতরণ করা হয়। মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম রসূল উপস্থিত থেকে এসকল সামগ্রী বিতরণ করেন। এসময় তিনি বলেন,

বিশ্বের প্রতিটি দেশের মতোই বাংলাদেশও দিন দিন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এই জন্যই আমরা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান ইত্যাদি সামগ্রী দিচ্ছি। আগামী ৭ তারিখ থেকে আপনাদের ইউনিয়ন পরিষদে শুধু আইডি কার্ডের ফটোকপির মাধ্যমে, যাদের বয়স ১৮ বছরের উপরে তাদের সকলকে আমারা ভ্যাকসিন দেবো। সকলেই ভ্যাকসিন নেবেন, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলবেন এবং ঘরের বাইরে বের হওয়ার সময় মাস্ক পরিধান করবেন।

তিনি আরও বলেন, এই করোনা মহামারীর যুদ্ধ জয় করার জন্য বাড়ির বাইরে পা দিলেই মাস্ক ব্যবহার করা জরুরি। করোনা মোকাবিলায় মাস্কের বিকল্প নেই। মাস্ক ছাড়া বাইরে বের হলে করোনায় সংক্রমিত হওয়ার সম্ভাবনা অনেকাংশে বেড়ে যায়। কখনোই মাস্ক নিয়ে আসতে ভুলবেন না, ঘর থেকে বের হওয়া মানেই মুখে মাস্ক। এসময় মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রধান সহকারী জিল্লুর রহমান এবং মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের সহকারী শাহীন ইকবাল উপস্থিত ছিলেন।

জীবননগরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভায় এমপি টগর

সারা দেশের ন্যায় জীবননগর উপজেলায় করোনা ভাইরাস (কোভিট-১৯)এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার কতৃক ঘোষিত লকডাউন বাস্তবায়নের লক্ষে এ জরুরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা হলরুমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে জীবননগর উপজেলায় করোনা ভাইরাস (কোভিট-১৯)এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার কতৃক ঘোষিত লকডাউন বাস্তবায়নের লক্ষে বিভিন্ন ধরনের দিক নির্দেশনামুলক আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা-২আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

এ সময় তিনি বলেন,লকডাউন বাস্তবায়নে সরকারি ভাবে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা সকলকে মানতে হবে।এবং সাধারন মানুষকে মানাতে হবে এর জন্য যা যা করার দরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।আমাদের সকলকে একত্রিত হয়ে নিজ নিজ দায়িত্বে মানুষকে সচেতন করতে হবে।বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কাউকে শহরে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না,এক এলাকা থেকে অন্য এলাকাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

ভ্যান,ইজিবাইক,সিএনজি চলাচল বন্ধ করতে হবে।প্রয়োজনে তাদের সরকারি ভাবে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহেশপুর -৫৮বিজিবির অধিনায়ক লে.কর্ণেল কামরুল আহসান,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,জীবননগর থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম,জীবননগর পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম,জীবননগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান,উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আযাদ,হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম বিশ্বাস,জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম

আর বাবু,জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু প্রমুখ।

গাংনীতে বেড়েছে স্টেরয়েডের ব্যবহার

মেহেরপুরের গাংনীর কুঞ্জনগরের রিজাবুল হকের ছেলে সাহিবুল। দিন পনের আগে হঠাৎ জ¦র ও কাশি দেখা দেয় তার। হেমায়েতপুর বাজারের গ্রাম্য চিকিৎসক সামশুল হকের কাছে আসলে তিনি স্টেরয়েড ব্যবস্থাপত্র দেন। শারিরীক কোন পরিবর্তন না হলে তাকে দ্রুত কুষ্টিয়া ও পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। ৫ দিন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সাহিবুল।

এদিকে বাথান পাড়া গ্রামের বিল্লালের স্ত্রী কুলসুম ঠান্ডা জ¦রে আক্রান্ত হলে রায়পুর বাজারের একটি ফার্মেসী থেকে স্টেরয়েড ওষুধ কিনে এবং সেই সাথে দুটি ইঞ্জেকশন পুশ করেন। কোন পরীক্ষা ছাড়াই রোগীকে এ ধরণের চিকিৎসা দেয়া হয়। এতে জ¦র কিছুটা নিরাময় হলেও শারিরীক না সমস্যা দেখা দেখা দিলে তাকে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন স্টেরয়েড ব্যবহারের ফলে সাহেবুলের মৃত্যু ঘটেছে ও কুলসুমের অবস্থা গুরুতর। কুলসুম বেঁচে গেলেও সুস্থ হতে অন্ততঃ ছয় মাস সময় লাগবে।

শুধু সাহিবুল কিংবা কুলসুম নয়, গ্রামাঞ্চলের রোগী সাধারণ প্রতিনিয়ত এমনি অপচিকিৎসার শিকার হচ্ছেন। অপরদিকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কয়েকজন সেকমো এমন অপচিকিৎসা প্রদান করেন। এতে একজনের মৃত্যুর খবরও পাওয়া গেছে। বালিয়াঘাট গ্রামের কাজি সোহেল রানা জানান, গ্রামের সাবেক ইউপি সদস্য গোলাম মর্তুজা জ¦র ও সর্দিকাশিতে আক্রান্ত হলে গাংনী স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সেকমো মকলেছুর রহমানের শরণাপন্ন হলে তিনি স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবনের পরামর্শ দেন। সেবনের কয়েকদিন পর মর্তুজার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে করোনা পজিটিভ হয় মর্তুজার। প্রয়োজনীয় চিকিৎসার

পরেও অবস্থার পরিবর্তন না হলে তার মৃত্যু ঘটে। প্রশাসনিক কোন পদক্ষেপ না থাকায় এমন অপচিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন তারা। এমনি মন্তব্য করেছেন খোদ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা।

ঢাকা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিিৎসক সজীব উদ্দীন স্বাধীন জানান, স্টেরয়েড একটি জীবন রক্ষাকারী জরুরি ড্রাগ, এই ড্রাগের বহুরকম ব্যবহার আছে এবং প্রতিটি রোগেই এই নির্ধারিত প্রটোকল আছে কত পরিমানে দিতে হবে, কতদিন দিতে হবে। কিন্তু অস্বাভাবিক মাত্রা কিংবা ফল্টি ডোজ শরীর স্টেরইড ব্যালেন্স নষ্ট করে দেয়, শরীর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতির পাশাপাশি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। ফলে বিভিন্ন জীবনঘাতি এটিপিক্যাল ইনফেকশন যেমন, নিউমোনিয়া ব্লাক ফাংগাস, সাইটোমেগালোর মত ইনফেকশনের কারন হতে পারে, এতে বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে মর্টালিটি বেড়ে যাবার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রাশেদুল হাসান শাওন জানান, গ্রামাঞ্চলেই শুধু নয় সবখানেই এই স্টেরয়েড ব্যবহার হচ্ছে যেটা স্বাস্থ্য ঝুঁকি। বিভিন্ন সময়ে গ্রাম্য চিকিৎসকদের নিয়ে সেমিনার সিম্পোজিয়াম করা হয়েছে। আবারো জরুরী পদক্ষেপ নেয়া হবে স্টেরয়েড যাতে ব্যবহার ও বিক্রি না করা হয়।

এ ব্যাপারে ড্রাগ সুপার কেএম মহসিন মাহবুব জানান, লোকবলের সংকটের কারণে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালানো ও পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। তবে অদ্য থেকে সকল ফার্মেসীর মালিকদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে।

গাংনীতে কীটনাশক স্প্রে মেশিন বিতরণ

মেহেরপুরের গাংনীতে বিনা মূল্যে কীটনাশক স্প্রে মেশিন বিতরণ করা হয়েছে। পাটবীজ উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট ২০ জন চাষিকে এই স্প্রে মেশিন প্রদান করা হয়।

বুধবার দুপুরে স্থানীয় সাহারবাটি চারচারা ক্লাব মোড়ে উপ-সহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মেহেদী হাসান উপস্থিত থেকে বীনা মুল্যে এ স্প্রে মেশিন বিতরণ করেন।

চলতি মৌসূমে ৩৭ বিঘা জমিতে পাটবীজ উৎপাদন করছেন। ইতোপূর্বে চাষিদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উন্নত মানের পাট চাষ বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার ভূমিকা রাখবেন এ সকল চাষিরা। এমনই মন্তব্য করেছেন উপ-সহকারী পাট উন্নয়ন কর্মকর্তা মেহেদী হাসান।

মেহেরপুরে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের ২৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

গৌরবোজ্জ্বল সংগ্রাম ও সাফল্যের পথ বেয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা আওয়ামীলীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে গড়া সংগঠন বাংলাদেশ আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের ২৭তম বার্ষিকী ও সজীব ওয়াজেদ জয় এর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা, কেক কাটা ও দোয়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিল্পকলা এলাকায় মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের কার্যালয়ে কেক কাটার মধ্য দিয়ে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠান পালিত হয়।

মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের যুগ্ন আহবায়ক মতিউর রহমান মতিন, সদর থানা সেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক সানোয়ার হোসেন সানু, যুগ্ম আহবায়ক মোহম্মদ ওয়াসিম,শহর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি কামাল হোসেন জুয়েল বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক ইবনে মামুন, সাংগঠনিক সম্পাদক শ্রী কাজল দত্ত মুজিবনগর উপজেলার স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মোঃ বেলাল হোসেন বিপ্লব,

সাধারণ সম্পাদক আরিফ শাহসহ বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যগণ।

আমার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বৃক্ষ রোপন

“আজকের স্বপ্ন, আগামীকালের চারা গাছ” এই শ্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে ঝিনাইদহের বংকিরা গ্রামে সেচ্ছা শ্রমের ভিত্তিতে বৃক্ষ রোপন কর্মসুচি পালিত হয়।

মঙ্গলবার এ কর্মসুচির উদ্বোধন করেন আমার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের ইউনিট প্রধান সিনিয়র সাংবাদিক আসিফ কাজল। গ্রামের পরিত্যাক্ত ভাগাড়, গোরস্থান ও রাস্তার পাশে ফলজ ও বনজ প্রজাতির বৃক্ষ রোপনের মধ্য দিয়ে সুচিত হয় গ্রাম উন্নয়নের নতুন ধারা।

আমার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন থেকে প্রাপ্ত টি-সার্ট পরে সেচ্ছায় বৃক্ষ রোপন কর্মসুচিতে অংশ গ্রহন করেন, নাইমুল হক, আজমুল হুদা বিশ্বাস, অনিক সাফওয়ান, হারুন বিশ্বাস, হাসান মাহমুদ ও আবির হাসানসহ ইউনিটের সদস্যবৃন্দ।

বৃক্ষ রোপন শেষে আমার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের ইউনিট প্রধান সিনিয়র সাংবাদিক আসিফ কাজল জানান, একটি গাছ প্রকৃতির সাথে আমাদের সবচেয়ে নিবিড় সংযোগ স্থাপন করে। মানব চেতনা প্রশংসার দ্বারা লালিত হয়, যেমন একটি চারা গাছ মাটি, পানি এবং সূর্য দ্বারা লালিত হয়। তাই রোপিত গাছগুলো আগামী প্রজন্মেকে উৎসাহিত করবে বৃক্ষরোপন কর্মসুচিতে।

কর্মহীন মানুষের জন্য ঝিনাইদহে এক কোটি ৪৬ লাখ টাকা বরাদ্দ

চলমান লকডাউনে কর্মহীন মানুষের জন্য ঝিনাইদহ জেলার জন্য সরকার এক কোটি ৪৬ লাখ ৬০ হাজার ৮০৬ টাকা বরাদ্দ করেছে। হতদরিদ্র, অসহায় ও ক্ষতিগ্রস্থ নিম্ন আয়ের মানুষ যে কেও ৩৩৩ নাম্বারে ফোন করে এই খাদ্য সহায়তা নিতে পারবেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক (ত্রান) শাখা থেকে গত ১৫ জুলাই এই অর্থ ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের কাছে পাঠানো হয়। উক্ত অর্থ স্থানীয় হিসাবরক্ষণ অফিস থেকে পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে বলা হয়েছে।

জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলছেন, চলমান লকডাউনে কর্মহীন হয়ে পড়া যে কোন মানুষ এই সহায়তা নিতে পারেন। এটা কোন লজ্জা নয় বরং সরকারের মানবিক সহায়তা। লকডাউনে কে যাতে না খেয়ে থাকেন সে জন্য সরকার এই অর্থ বরাদ্দ করেছে।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, ঝিনাইদহ জেলার বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষের মাঝে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই মানবিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ৩৩৩ নাম্বারে ফোন করে অনেকেই মানবিক সহায়তা চাচ্ছেন। জেলা প্রশাসন তাৎক্ষনিক ভাবে সাড়া দিয়ে এই সহায়তা বাড়ি বাড়ি পৌছে দিচ্ছেন।

আলমডাঙ্গায় ট্রাকের ধাক্কায় আলমসাধু চালক নিহত

আলমডাঙ্গায় ট্রাকের ধাক্কায় এক আলমসাধু চালক নিহত হয়েছে। সোমবার সকাল ৬ টার দিকে বন্ডবিল রেলগেট এলাকায় এ ঘটনাটি ঘটে। নিহত যুবক তরিকুল উপজেলার জগন্নাথপুর মাঠপাড়ার জাহের আলীর ছেলে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের জাহের আলীর

ছেলে তরিকুল (২৫)। সে দীর্ঘদিন যাবৎ আলমসাধু গাড়ি চালায়। গতকাল সোমবার সকালে আলমসাধু নিয়ে বাড়ি থেকে চুয়াডাঙ্গায় যাচ্ছিলো।

পৌর এলাকার বন্ডবিল রেলগেট এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে দ্রুত গতির ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ কারণে নিহত যুবক তরিকুল আলমসাধু গাড়ির নিচে পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়।

বন্ডবিল এলাকার লোকজন ট্রাকটি ধাওয়া করলে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় ড্রাইভার। এ খবর পেয়ে সকালে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে নিহত যুবক তরিকুলের লাশ উদ্ধার করে। সুরতহাল রিপোর্ট শেষে পরিবারের পক্ষ থেকে বাদি না হওয়ায় লাশ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করে। এদিকে, তরিকুলের অকাল মৃত্যুর ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে শোকের ছায়া নামে গ্রামজুড়ে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সোমবার ভোরে তরিকুল বাড়ি থেকে বের হয়ে চুয়াডাঙ্গার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলো। এ সময় আলমডাঙ্গার বন্ডবিল রেলগেটের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় তরিকুল।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমঙ্গীর কবির জানান, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর থেকে ট্রাক চালক পলাতক রয়েছে।

কালীগঞ্জে পল্লী বিদ্যুতের প্রায় ২০০ গ্রাহকের গায়েবী বিল

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বারইপাড়া এলাকায় পল্লী বিদ্যুতের গ্রাহকদের গায়েবী বিল করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল সোমবার জুলাই মাসের বিল করতে গেলে গ্রামবাসীরা মিটার রিডার রঞ্জন কুমার কে প্রায় তিনঘন্টা আটকে রাখে। পরে কালীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এজিএম ইকবাল আহমেদ ঘটনাস্থলে গিয়ে মিটার রিডারকে উদ্ধার করেন।

সোমবার সকালে উপজেলার বারইপাড়া এলাকায় মিটারের রিডিং লিখতে গেলে

তাকে আটকে রাখে স্থানীয়রা। এসময় মিটার রিডার রঞ্জন কুমার বিদ্যুৎ বিলের গড়মিলের বিষয়টি স্বীকার করেছেন।

স্থানীয়রা জানায়, মিটার থেকে একরকম লিখে নিয়ে গেছে কিন্তু বিল এসেছে বেশি ইউনিটের। বারইপাড়া এলাকার ২০২ জন গ্রাহকের বিদ্যুৎ বিলে এমন গায়েবী বিল করা হয়েছে।

বারইপাড়া এলাকার জসিম উদ্দিন জানান, জুন মাসে মিটার রিডিং থেকে ৪৪৭৫ ইউনিট লিখে নিয়ে যায় মিটার রিডার রঞ্জন কুমার। কিন্তু বিলে ৪৫১৫ ইউনিট উল্লেখ করা হয়। এই ৪০ ইউনিট বেশি করে বিলের কাগজ দেওয়া হয়েছে। প্রায় ২০২ জন গ্রাহকের সবারই এমন হয়েছে।
বারইপাড়া জামে মসজিদের সেক্রেটারী আনোয়ার হোসেন জানান, মসজিদের মিটার থেকে ৬৩০ ইউনিট লিখে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু বিল আসে ৬৫০ ইউনিটের। এভাবে অনেক মানুষের বেশি টাকা গুনতে হয়েছে।

মিটার রিডার রঞ্জন কুমার জানান, তিনি তার রেজিষ্ট্রারে মিটারের ইউনিট লিখে নিয়ে বিল প্রস্তুতকারীর কাছে জমা দিয়েছেন। কিন্তু বিলে কেন বেশি করা হলো সেটি তিনি জানেন না।

কালীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির বিল প্রস্তুতকারী শাহানাজ খাতুন ভূল হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করে জানান, মিটার রিডার রঞ্জন কুমার জুন মাসে মিটার রিড করতে যায়নি। তিনি নিজের ইচ্ছামত বিল করে দিয়েছেন।

কালীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার (ডিজিএম) মোঃ কামরুজ্জামান জানান, একটু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামবাসীরা অফিসে এসেছিল। বিষয়টি সমাধান করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় জরিমানার পরিবর্তে খাদ্য সহায়তা দিলেন

ম্যাজিষ্ট্রেট

কুষ্টিয়ায় সরকার ঘোষিত লকডাউন অমান্য করে চা দোকানীসহ নিম্ন আয়ের মানুষদের জরিমানার পরিবর্তে খাদ্য সহায়তা দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্তাব্যাক্তিরা।

রবিবার কুষ্টিয়া পৌরসভার বিভিন্ন স্থান ঘুরে এ খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়। জানা গেছে, দেশের করোনা সংক্রমণের তৃতীয় ধাপে দেশ ব্যাপী লকডাউন (এবং কুষ্টিয়ায় সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ায় সপ্তাহের তিন দিন দুপুর একটা পর্যন্ত কাচারবাজার ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী দোকান খোলার) তৃতীয় দিনে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পৌর এলাকাসহ বিভিন্ন এলাকায় কিছু, চায়ের দোকান, অটোচালকদের গাড়ি চালাতে বন্ধ রাখার জন্য ও লক ডাউনের আদেশ মেনে চলতে উৎসাহিত করতে প্রচারণা করা হয়।

এ সময় ওই অটো-চালক, চা দোকানী ও এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের হাতে প্রত্যেকের কাছে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে তাদের বাড়ি পাঠিয়ে দেন এবং বাড়ি থেকে বের হতে নিষেধ করেন।

এদিকে সকাল থেকে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) মহায়মিন আল জিহান ও জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: সবুজ হাসানের নেতৃত্বে পৌর এলাকার বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে ঘুরে প্রায় অর্ধশতাধিক নিম্ন আয়ের মানুষদের হাতে এ খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন। প্রতিজনকে ১০ কেজি করে চাল, এক কেজি করে ডাল, আলু, পিয়াজ, তেল, লবণ প্রদান করেন।
এ বিষয়ে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভুমি) মহায়মিন আল জিহান বলেন, অটোরিক্সা চালকরা পেটের টানে গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বের হয়েছে। তাই তাদের প্রথমেই জরিমানা করলে তারা আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই তাদের বিষয়টি মানসিকভাবে চিন্তা করে তাদের জরিমানা না করে লকডাউন কার্যকর করতে উৎসাহিত করা সহ তাদের এক সপ্তাহের খাদ্য সামগ্রী দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট মো: সবুজ হাসান বলেন, সরকার ঘোষিত চলমান বিধি-নিষেধ না মানায় চা-দোকানি ও নরসুন্দরসহ বিভিন্ন নিম্ন আয়ের মানুষেরা মোবাইল কোর্টে শাস্তির মুখোমুখি হলেও কুষ্টিয়া জেলার বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম

এঁর নির্দেশনা মোতাবেক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মানবিক খাদ্য সহায়তা তুলে দেওয়া হয়৷ একই সাথে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বিবেচনায় তাদেরকে ঘরে ফিরে যাওয়ার অনুরোধ করা হয়।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম জানান, করোনা ভাইরাসজনিত রোগ (কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ হার বৃদ্ধি পাওয়ায় জেলা প্রশাসন, কুষ্টিয়া কর্তৃক জারিকৃত চলমান বিধি-নিষেধ ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। জেলা প্রশাসনের পাশাপাশি জেলা পুলিশ সম্মিলিতভাবে জেলা শহর ও কুষ্টিয়া পৌরসভার বিভিন্ন এলাকাসমূহে সচেতনতামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছি। এসময় তিনি আরও জানান, কুষ্টিয়া জেলায় করোনা ভাইরাসের ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ হার কমিয়ে আনতে স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন, মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণ ও সর্বোপরি চলমান বিধি-নিষেধ মেনে চলতে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করছি। একই সাথে জরুরি খাদ্য সহায়তা পেতে ৩৩৩ নম্বরে এসএমএস করতেও অনুরোধ জানান তিনি।